ঝিঙে ফুল

উৎসর্গ
'বীর বাদলকে'

[ঝিঙে ফুল]

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল—
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল—
ঝিঙে ফুল॥

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

পউষের বেলাশেষ
পরি জাফ্‌রানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশ্‌গুল—
ঝিঙে ফুল॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয় !'
আস্‌মানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল !'
ঝিঙে ফুল॥

তুমি বলো—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মা'য়,
চাই না ও অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল !'
ঝিঙে ফুল॥

খুকি ও কাঠ্‌বেরালি

কাঠ্‌বেরালি ! কাঠবেরালি ! পেয়ারা তুমি খাও ?
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবি নেবু ? লাউ ?
বেরাল-বাচ্চা ? কুকুর-ছানা ? তাও ?—

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক !
বাতাবি-নেবু সকল্‌গুলো
এক্‌লা খেলে ডুবিয়ে নুলো !
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও ?
ছোঁচা তুমি ! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার ! যাও !

কাঠ্‌বেরালি ! বাঁদ্‌রিমুখি ! মারব ছুঁড়ে কিল ?
দেখ্‌বি তবে ? রাঙাদা'কে ডাকব ? দেবে ঢিল !

পেয়ারা দেবে ? যা তুই ওঁচা !
তাইতে তো তোর নাকটি বোঁচা !
হুত্‌মো-চোখি ! গাপুস্ গুপুস্
এক্‌লাই খাও হাপুস্ হুপুস্ !
পেটে তোমার পিলে হবে ! কুড়ি-কুষ্টি মুখে !
হেই ভগবান ! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে !
ইস্ ! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও !
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে ! একটি আমায় দাও !

কাঠ্‌বেরালি ! তুমি আমার ছোড়্‌দি হবে ? বৌদি হবে ? হুঁ !
রাঙা দিদি ? তবে একটা পেয়ারা দাও না ! উঁঃ !
এ রাম ! তুমি ন্যাংটা পুঁটো ?
ফ্রক্‌টা নেবে ? জামা দুটো ?
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,
বাতাবি নেবুও ছাড়তে হবে !
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট ? অ'মা দেখে যাও !—
কাঠ্‌বেরালি ! তুমি মরো ! তুমি কচু খাও ! !

খোকার খুশি

কি যে ছাই ধানাই-পানাই—
সারাদিন বাজ্‌ছে শানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে !
বিবাহ্ ! বাস্, কি মজা !
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে।
তবু বর হচ্ছিনে ভাই,
বরের কি মুশ্‌কিলটাই—
সারাদিন উপোস মশাই
শুধু খাও হরিমটর !
শোনো ভাই, মোদের যবে
বিবাহ্ কর্‌তে হবে—
'বিয়ে দাও' বলব, 'তবে
কিছুতেই হচ্ছিনে বর !'
সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অম্‌নি জামা
অম্‌নি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে ?
মামি-মা আস্‌লে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর ?
বাস্, কি মজার খবর !
আমি রোজ করব বিয়ে ॥

খাঁদু-দাদু

অ মা ! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং ?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা—নাক্ ডেঙাডেং ড্যাং।

ওঁর নাক্‌টাকে কে কর্‌ল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে ?
চাম্‌চিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে !
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং !

ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় 'টু' !
ছোড়্‌দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম ! ওয়াক্‌ ! থুঃ !
কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং !

দাদু বুঝি চীনাম্যান্‌ মা, নাম বুঝি চাং চু,
তাই বুঝি ওঁর মুখ্‌টা অমন চ্যাপটা সুধাংশু !
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং !

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থ্যাব্‌ড়া মেরে ধ্যাব্‌ড়া করেছেন !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং !

লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা
দাড়ির জালে পড়ে জাদুর আট্‌কে গেছে গা,
বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং !

দিদিমা কি দাদুর নাক টাঙতে 'আল্‌মানাক্‌'
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ ?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান্‌' !
অ মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং !

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

দিদির বে' তে খোকা

'সাত ভাই চম্পা জাগো'—
পারুলদি' ডাক্‌ল, না গো?
একি ভাই, কাঁদ্‌চ?—মা গো
কি যে কয়—আরে দুত্তুর!
পারায়ে সপ্ত-সাগর
এসেছে সেই চেনা-বর?
কাহিনীর দেশেতে ঘর
তোর সেই রাজপুত্তুর?

মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই
খেয়ে জোর আয়েশ মিটাই!—
ভাল ছাই লাগ্‌ছে না ভাই,
যাবি তুই একেলাটি!
দিদি, তুই সেথায় গিয়ে
যদি ভাই যাস্ ঘুমিয়ে,
জাগাব পরশ দিয়ে
রেখে যাস সোনার কাঠি।

মা

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

কত করি উৎপাত
আব্‌দার দিন রাত,
সব স'ন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা!
আমাদের মুখ চেয়ে
নিজে র'ন নাহি খেয়ে,
শত দোষে দোষী তবু মা তো ত্যাজে না।

ছিনু খোকা এতটুক,
একটুতে ছোট বুক
যখন ভাঙিয়া যেত, মা-ই সে তখন
বুকে করে নিশিদিন
আরাম-বিরাম-হীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, 'কি হলো খোকন?'

আহা সে কতই রাতি
শিয়রে জ্বালায়ে বাতি
একটু অসুখ হলে জাগেন মাতা,
সব-কিছু ভুলে গিয়ে
কেবল আমারে নিয়ে
কত আকুলতা যেন জগন্মাতা।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু
ওঠা বসা দূরে যাক—
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু!

তখন সে মা আমার
চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত
আমার কি ব্যথা হতো,
বলো কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায় !

তারপর কত দুখে
আমারে ধরিয়া বুকে
করিয়া তুলেছে মাতা দেখ কত বড়,
কত না সে সুন্দর
এ দেহ এ অন্তর
সব মোরা ভাইবোন হেথা যত পড়ো।

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা?'

পড়ালেখা ভাল হলে
দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে !
বলে, 'মোর খোকামণি।
হীরা-মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারো !' শুনে বুক ভরে।

গা'টি গরম হলে
মা সে চোখের জলে
ভেসে বলে, 'ওরে জাদু কি হয়েচে বল্ !'
কত দেবতার 'থানে
পীরে মা মানত মানে—
মাতা ছাড়া নাই কারো চোখে এত জল।

যখন ঘুমায়ে থাকি
জাগে রে কাহার আঁখি
আমার শিয়রে, আহা কিসে হবে ঘুম !
তাই কত ছড়া গানে
ঘুম-পাড়ানিরে আনে,
বলে, 'ঘুম ! দিয়ে যা রে খুকু-চোখে চুম্ !'

দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে ;
বুক ভরে ওঠে মা'র
ছেলেরি গরবে তাঁর,
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মা'র ;
মা'র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই !
নত করি বল্ সবে 'মা আমার ! মা আমার !'

খোকার বুদ্ধি

চুন করে মুখ প্রাচীর 'পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নিরেট বোকা।
ডানপিটে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,
হুঙ্কারে তাঁর হাঁস মুরগির ছানার চক্ষুস্থির !
সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এম্নি পালোয়ান !
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান !

ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বলা? কি এর উচিত সাজা?
ভাবতে ভাবতে খোকার হঠাৎ চিন্তা গেল থেমে,
সে দৌড় চোঁ-চোঁ আঁধ্‌মহলে পাঁচিল হতে নেমে।
বুকের ভেতর ছ'পাই ন'পাই ধুক্‌পুকুনির চোটে,
বাইরে কিন্তু চতুর খোকা ঘাব্‌ড়ালেন না মোটে।
হাঁপিয়ে এসে মায়ের কাছে বল্‌লে, ওগো মা!
আমি নাকি বোক্‌-চন্দর? বুদ্ধি দেখে যা!
ঐ না একটা মট্‌কু বানর দিব্যি মাচায় বসে
লাউ খাচ্ছে? কেউ দেখোনি দেখি আমিই তো সে।
দিদিদেরও চোখ ছিল তো, কেউ কি দেখেছেন?
তবে আমায় বোকা কও যে! এঁ্যা-এঁ্যা, হাসো ক্যান্?
কি কও? 'একি বুদ্ধি হলো?' দেখ্‌রে তবে? হুঁ,
বুদ্ধি আমার ... ভোলা! তু-উ-উ! লৌ-হা হা-হা-হা!

খোকার গপ্‌প বলা

মা ডেকে কন, 'খোকন-মণি! গপ্‌প তুমি জানো?
কও তো দেখি বাপ!'
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বল্‌লে খোকন, 'গপ্‌প জানি, জানি আমি গানও!'
বলেই খুদে তান্‌সেন সে তান জুড়ে জোর দিল—
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!'

মা সে হেসে তখন
বলেন, 'উঁহুঁ, গান না, তুমি গপ্‌প বলো খোকন!'
ন্যাংটা শ্রীযুত খোকন্ তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান্ কেদারাতে শুয়ে বলেন, 'সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানি,
হাঁ মা আমি জানি,

মায়ে পোয়ে থাক্‌ত তারা,
ঠিক যেন ঐ গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা!
একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা!
রানি গেলেন তুল্‌তে কল্‌মি শাক
বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক্!
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বেরাল-বাচ্চা শিকার করে।
এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ!
রাজবাড়িতে আগোড় দেওয়া, রানি কোথায় গাপ!
দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সত্‌রটার সে সময়!
বলো তো মা-মণি তুমি, খিদে কি তায় কম্ হয়?
টাটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,
পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে?
খিদের জ্বালায় ভোগো!
ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,
নাদ্‌না দিয়ে জরুর রানির ভাঙা চাই-ই মাজা।
এমন সময় দেখেন রাজা আস্‌চে রানি দৌড়ে
সারকুঁড় হতে ক্যাঁক্‌ড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে!
দেখেই রাজা দাদার মতন খিচ্‌মিচিয়ে উঠে—
'হাঁরে পুঁটে!'
বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম্।
বলেন, 'হাঁদা! ক্যাব্‌লাকান্ত! চাষাড়ে।
গপ্‌প করতে ঠাঁই পাওনি চণ্ডুখুরি আষাড়ে?
দেবো নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে?
কাঁদেন আবার! মারব এমন থাপড়,
যে, কাঁদে তোমার পেটটি হবে কামারশালার হাপর!'
চড়চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চম্‌কে গেল পিলে!
সেদিনকারের গপ্‌প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা!

চিঠি

[ছন্দ :—'এই পথটা কা–ট্‌ব
পাথর ফেলে মা–র্‌ব']

ছোট্ট বোন্‌টি লক্ষ্মী
ভো 'জটায়ু পক্ষী' !
য়্যাব্বড় তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।
দিইনি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন্‌ রাগে ?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখ্‌তেছি এই পদ্য।
দেখ্‌লি কি তোর ভাগ্যি !
থামবে এবার রাগ কি ?
এবার হতে দিব্যি
এম্‌নি করে লিখবি !
বুঝ্‌লি কি রে দুষ্টু
কি যে হলুম তুষ্টু
পেয়ে তোর ঐ পত্র—
যদিও তিন ছত্র !
যদিও তোর অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর,
পেটটা কারুর চিপ্‌সে,
পিঠ্‌টে কারুর টিপ্‌সে,
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা,
কেউ বা দেখতে রম্ভা !
কেউ যেন ঠিক থাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা !
থুত্‌নো কারুর উচ্চে,
কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে !

এক একটা যা বানান
হাঁ করে কি জানান !
কারুর গা ঠিক উচ্ছের,
লিখ্‌লি এম্‌নি গুচ্চের !
না বোন্‌, লক্ষ্মী, বুঝ্‌ছ ?
করব না আর কুচ্ছো !
নইলে দিয়ে লম্ফ
আনবি ভূমিকম্প !
কে বলে যে তুচ্ছ !
ঐ যে আঙুরগুচ্ছ !
শিখিয়ে দিল কোন্‌ ঝি
নামটি যে তোর জন্টি ?
লিখ্‌বে এবার লক্ষ্মী
নাম 'জটায়ু পক্ষী !'
শিগ্‌গির আমি যাচ্চি,
তুই বুলি আর আচ্ছি
রাখবি শিখে সব গান
নয় ঠেঙিয়ে—অজ্ঞান !
এখনো কি আচ্ছু
খাচ্চে জ্বরে খাপ্‌চু ?
ভাঙেনি বৌদির ঠ্যাংটা।
রাখালু কি ন্যাংটা ?
বলিস্‌ তাকে, রাখালি !
সুখে রাখুন মা কালী !
বৌদিরে ক'স দোক্তি
ধর্‌বে এবার সত্যি।
গপাস্‌ করে গিলবে
য়্যাব্বড় দাঁত হিলবে !
মা মাসিমায় পেন্নাম
এখান হতেই কর্‌লাম !
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস তা !
সাঙ্গ পদ্য সবিটা ?
ইতি। তোদের কবি-দা।

প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে !
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে !
খুকুমণি ওঠো রে !

রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ, 'রামা হৈ !'

ত্যাজি নীড়
করে ভিড়
ওড়ে পাখি আকাশে,
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।

চুলবুল্
বুলবুল্
শিস্ দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে !

খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরী চল্‌ল,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুল্‌ল !

আল্‌সে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

উঠ্‌ল
ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকি সব,
'উঠেছে
আগে কে'
ঐ শোনো কলরব।

নাই রাত,
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয়গানে
ভগবানে
তুষি বর মাগো রে!

লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল্‌-কুকুরে
সে কি বাস্‌ কর্‌লে তাড়া,
বলি থাম্‌, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে

গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে!
পড়্‌বি পড় মালির ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোর্‌সে ঠুসি!
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়
লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল!
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়্‌লে ছোটা!
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌ল ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চাম্‌ড়া খিচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালির ঐ পিট্‌নিগুলা!
কি বলিস্? ফের হপ্তা?
তৌবা—নাক খপ্‌তা।

হোঁদল-কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন

মিচ্‌কে-মারা কয় না কথা মনটি বড় খুঁতখুঁতে।
'ছিচ্‌কাঁদুনে' ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।
ড্যাব্‌রা ছেলে ড্যাব্‌ড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গলা ফুলান,
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে—বাস্‌রে বাস্‌—এক জাম্বুবান!
নিম্নমুখো-যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান,
বদ্‌মায়েশির মাসি পিসি, আধখানা চোখ উঁচিয়ে চান!
হাঁদারা হয় হদ্দ বোকার, সব কথাতেই হাঁ করে!
ডেঁপো চতুর আধ ইশারায় সব বুঝে নেয় ঝাঁ করে!
ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।
সবচেয়ে ভাই ইব্‌লিস হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।
পুঁয়ে-লাগা সুঁট্‌কো ছেলে মুখটা সদাই মুচ্‌কে রয়!
পেটফুলো তার মস্ত পিলে, হাত-পাগুলোও কুঁচকে রয়!
প্যাঁট্‌রা ছেলের য়্যাব্বড় পেট, হাত নুলো আর পা সরু!
চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র্‌ গজ-ঢাক গাল পুরু!
গাব্‌দা ছেলের মনটি সাদা একটুকুতেই হন খুশি,
আদর করে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুসি।
ষাঁড়ের নাদ সে নাদুসনুদুস্‌ গোবর-গণেশ যে শ্রীমান,
নাঁদার মতন য়্যাভ্‌ ভুঁড়ি তাঁর চল্‌তে গিয়ে হুম্‌ড়ি খান!
ছ্যাঁচড় ছেলে বেদড় ভারি ধুম্‌সুনি খায় সব কথায়।
উদ্‌মো ছেলে ছটফটে খুব একটুকুতেই উৎপুতায়!
ফট্‌কে ছেলে ছট্‌কে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্জাতের,
দুষ্টু এবং চুলবুলেরা সবখানে পায় লজ্জা ঢের।
বোঁচা-নাকা খাঁদা যে হয় নাম রেখো তার চাম্‌চিকে,
এসব ছেলে তেঁদড় ভারি ডরায় না দাঁত-খাম্‌চিকে!
টুনিখুকির মুখটি ছোট টুন্‌টুনি তার মন সরল,
ময়না-মানিক নাম যার ভাই মনটি তারও খুব তরল!
গাল টেবো যাঁর নাম টেবী তাঁর একটুকুতেই যান রেগে।
কান্‌-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।
খুদে খুকির নামটি টেঁপু মা-দুলালি আব্‌দেরে।
ডর্‌-পুকুনে আঁৎকে ওঠে নাপ্‌তে দেখে আঁক করে!

পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা'র,
দাদু বুড়োর ন্যাওতা যে ভাই মটরু ছাগল নামটি তার !
ভূতো ছেলে ঠগ বড় হয়, ভয় করে না কাউকে সে,
নাই পরোয়া যতই কেন কিল আর থাপড় দাও ঠেসে।
দস্যি ছেলে ভয় করে না চোখ-রাঙানি ভূত-পেরেত,
সত্‌র-চোখি জুজুর খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায় রাতবিরেত !
ডান্‌পিটেরা ঝুল্‌ঝাপ্‌পুর গুলি-ডাণ্ডায় মন্দ খুব !
বাঁদ্‌রা-মুখোর ভ্যাম্‌চিয়ে মুখ দাঁত খিচে বে-হদ্দ হুব !
বীর বাদল সে-দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আন্‌বে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে !
কেউ যদি ভাই হয় তোমাদের এম্‌নিতর মর্দ ফের,
হো হো ! তাকে পাঠিয়ে দেবো বাচ্চা হোঁদল্‌ কুঁৎকুতের !

ঠ্যাং-ফুলী

হো-হো-হো উর্‌রো হো-হো !
হো-হো-হো উর্‌রো হো-হো
উর্‌রো হো-হো
বাস্‌ কি মজা !
কে শুয়ে চুপ্‌ সে ভুঁয়ে,
নার্‌ছে হতে পাশ কি সোজা !

হো-বাবা ! ঠ্যাং ফুলো যে !
হাসে জোর ব্যাংগুলো সে
ড্যাং তুলো তার
ঠ্যাংটি দেখে !
ন্যাং ন্যাং য়্যাগ্‌গোদা ঠ্যাং
আঁৎকে ওঠায় ডান্‌পিটেকে !

এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হাল্‌কা ছাতার !

আর-পা'টা তার
ভিট্‌রে ডাগর !
যেন বাপ ! গোব্‌দা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস্‌ এক অজাগর !

মোদোটার পিস্‌শাশুড়ি
গোদা-ঠ্যাং চিপ্‌শে বুড়ি
বিশ্ব জুড়ি
খিস্‌সা যাহার !
ঠে-ঠে ঠ্যাং নাক্‌ ডেঙা ডেং
এই মেয়ে কি শিষ্যা তাহার ?

হাদে দেখ্‌ আস্‌ছে তেড়ে
গোদা-ঠ্যাং ছাঁৎসে নেড়ে,
হাস্‌ছে বেড়ে
বৌদি দেখে !
অ ফুলি ! তুই যে শুলি
দ্যাখ্‌ না গিয়ে চৌদিকে কে !

বটু তুই জোর্‌ দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে ! ভাঙবে গোঁ তার
নাদ্‌না গুঁতোর
ভিটিম্‌ ভাটিম্‌ !
ধুমাধুম্‌ তাল্‌ ধুমাধুম্‌
পৃষ্ঠে,—মাথায় চাটিম্‌ চাটিম্‌ !

'ইতু' মুখ ভ্যাম্‌চে বলে—
গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে
ব্যাংছা যেন
ইড়িং বিড়িং !
রাগে ওর ঠ্যাং নড়ে জোর
য়্যাদ্দেখেছিস্‌—তিড়িং তিড়িং !

মলিনা ! অ খুকুনি !
মা গো ! কি ধুক্‌পুকুনি
হাড়-শুগুনি
ভয়-তরাসে !
দেখে ইস্ ভয়েই মরিস্
ন্যাংনুলোটার পাঁইতারাকে।

গোদা-ঠ্যাং পুঁচকে মেয়ে
আসে জোর উঁচ্‌কে খেয়ে
কুঁচ্‌কে কপাল,
ইস্ কি রগড় !
লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে !
ফোঁস্ করে ফের ! বিষ কি জবর !

ইন্দু ! দৌড়ে যা না !
হাসি, তুই বগ্ দেখা না !
দগ্‌ধে না !
তোল্ তাতিয়ে !
রেণু ! বাস্, রগেই ঠ্যাঙাস্,
বৌদি আসুন বোল্‌তা নিয়ে !

আর না খাপচি খেলো !
ওলো এ আচ্ছি যে লো,
নাচ্‌ছি তো খুব
ঠ্যাং নিয়ে ওর !
ব্যাচারির হ্যাঁস্-ফ্যাসানির
শেষ নেই, মুখ ভ্যাম্‌চিয়ে জোর !

ধ্যেৎ ! পা পিছ্‌লে যে সে
পড়ে তার বিষ লেগেছে
ইস্ ! পেকেছে
বিষ-ফোঁড়া এক !

সে ব্যথায় ঠ্যাং ফুলে তাই
ঢাক হলো পা'র পিঠ জোড়া দেখ্ !

আচ্ছু ! সত্যি সে শোন্
কারুর্ এক রত্তি যে বোন্
দোষ নেই এতে
দোষ নিয়ো না !
আগে তোর ঠ্যাং ফুলে জোর,
তারপরে না দস্যিপনা !

আয় ভাই আর না আড়ি,
ভাব কর্ কান্না ছাড়ি,
ঘাড় না নাড়ি,
ক'স্‌নে 'উহুঁ' !
লক্ষ্মী ! ধ্যেৎ, শোক কি ?
ছিঁচ্‌-কাঁদুনে হস্‌নে হুঁ হুঁ !

উষাদের ঘর যাবিনে ?
লাগে তোর লজ্জা দিনে ?
বজ্জাতি নে
রাখ্ তুলে লো !
কেন ? ঠ্যাং তেড়েং বেড়েং ?
হাস্‌বে লোকে ? বয়েই গেল !

পিলে-পট্‌কা

উট্‌মুখো সে সুঁট্‌কো হাশিম,
পেট যেন ঠিক ভুঁট্‌কো কাছিম !
চুল্‌গুলো সব বাবুই দড়ি—
ঘুস্‌কো জ্বরের কাবুয় পড়ি !

তিন্‌-কোনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচ্‌কা-চোখো ; হস্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোব্‌নে ঢ্যাঙা !
নিট্‌পিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা !
গাইতি-দেঁতো, উচ্‌কে কপাল
আঁৎকে ওঠেন পুঁচ্‌কে গোপাল !
নাক খাঁদা ঠিক চাম্‌চিকেটি !
আর্‌ হাসি? দাঁত খাম্‌চি সেটি !
পাঁচের মতন থুত্‌নো ব্যাঁকা !
রগ্‌ঢিলে, হুঁ ভূত্‌নো ন্যাকা !
কান দুটো টান—ঠিক্‌ সে কুলো !
তোব্‌ড়ানো গাল, টিক্‌টা ছুলো !
বগ্‌লা প্রমাণ ঘাড়টি সরু,
চেঁচান যেন ষাঁড় কি গরু !
চলেন গিজাং উর্‌র্‌ কোলা ব্যাঙ,
তালপাতা তাঁর খুর-ওলা ঠ্যাঙ !
বদ্‌রাগি তায় এক্‌-খেয়ালি
বাস্‌ রে ! খেঁকি খ্যাঁক্‌-শেয়ালি !
ফ্যাঁচ্‌কা-মাতু, ছিচ্‌কাঁদুনে,
কয় লোকে তাই মিচ্‌কা টুনে !
জগন্নাথী ঠুঁটো নুলো,
লোম গায়ে ঠিক খুঁটোগুলো !
ল্যাবেণ্ডিসি নড়্‌বড়ে চাল !
তুবড়ি মুখে চড়্‌বড়ে গাল,
গুজুর্‌-ঘুণে, দেড়-পাঁজুরে,
ল্যাডাগ্যাপচার, ন্যাড়-নেজুড়ে !
বসেন সে হাড়-গোড়-ভাঙা 'দ',
চেহারা দেখেই সব মামা 'থ' !
গির্‌গিটে তার ক্যাঁক্‌লেসে ঢং
দেখ্‌লে কবে 'ধেৎ, এ যে সং !'
খ্যাঙ্‌রা-কাটি আঙ্‌লাগুলো,
কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো !
পেট্‌ফুলো ইয়া মস্ত পিলে,
দৈবাতে তায় হস্ত দিলে
জোর চটিতং, বিট্‌কেলে চাঁই !

ইঁট খাবে নাকো সিট্‌কেলে ভাই!
নাক বেয়ে তার ঝর্‌চে সিয়ান,
ময়রা যেমন কর্‌ছে ভিয়ান!
স্বপন দেখেন হালকা নিঁদে—
কুইনাইন আর কাল্‌কাসিঁদে!
বদন সদাই তোলো হাঁড়ি,
গুড়মুড়ি খান ঘোলো আড়ি!
ঠোক্‌রে সবাই ন্যাড়া মাথায়—
শিলাবিষ্টি ছেঁড়া ছাতায়!
রাক্ষুসে ভাত গিলতে পারে
বাপ রে, বিড়াল ডিঙ্‌তে নারে!
হন না ভুলেও ঘরের বাহির,
কাঁথার ভির জ্বরের জাহির।
পড়বে কি আর, দূর ভূত ছাই,
ওষুধ খেতেই ফুরসৎ নাই!
বুঝলে! যত মোটকা মিলে
বাগাও দেখি পট্‌কা পিলে!
বাজবে পেটে তাল্ ভটাভট
নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট!
ঢাক্‌ডুবাডুব ইড়িং-বিড়িং
নাচবে ফড়িং তিড়িং তিড়িং!
চুপসো গালে গাব গুবাগুব্
গুপি-যন্তর বাজবে বাঃ খুব!
দিব্যি বসে মারবে মাছি,
কাশ্‌বে এবং হাঁচবে হাঁচি।
কিল্‌বিলিয়ে দুটো ঠ্যাং
নড়বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং!!